দৈনিক সংবাদ

তারিখ ০৯ OCT 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

কর্মসূচী সফল করতে হলে প্রয়োজন একটি সুষ্ঠু ও গতিশীল সমন্বয় এবং গণমুখী বাস্তবায়ন কৌশল অবলম্বন করা।

পরিকল্পনা প্রণয়নে যৌথ অংশগ্রহণের প্রশ্নটিও এখানে চলে আসে। কারণ এনজিওগুলোর মধ্যে যেগুলো এ কাজের জন্য দক্ষ এবং যোগ্য তারা যৌথ বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করতে আসবে না যদি পরিকল্পনা বাস্তবানুগ না হয়।

আমাদের দেশে স্বেচ্ছাশ্রমের ঐতিহ্য আছে। বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাচীনকাল থেকে এখন পর্যন্ত স্বেচ্ছাশ্রমের অবদান বিপুল। তবে আমাদের দেশের সার্বজনীন সাক্ষরতার মত একটা ব্যাপক কার্যক্রম স্বেচ্ছাশ্রমের উপর ভিত্তি করে সফল করা সম্ভব নয়। এর জন্য যে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি এবং অবস্থান দরকার তা আমাদের নেই সুতরাং রাষ্ট্রীয় প্রশাসন এবং দাতা সংস্থা সমূহের হস্ত প্রসারিত হওয়ার প্রয়োজন অনিবার্য। আর স্বেচ্ছাশ্রমের হাতও তখনই গুটিয়ে আসতে থাকে যখন রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও দাতা সংস্থাসমূহের হাত প্রসারিত হতে থাকে। অতএব সরকারি ও বেসরকারি যৌথ এবং বহুমুখী উদ্যোগ প্রয়োজন। দক্ষ ও গতিশীল ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। কত অল্প ব্যয়ে এবং কত সহজে স্থানীয় জনশক্তি ও সম্পদ কাজে লাগিয়ে শিক্ষা মানুষের কাছে পৌছানো যায় এটাই হতে হবে সরকার এবং দাতা সংস্থাসমূহের প্রধান অনুসন্ধান। স্বেচ্ছাশ্রমকে কাজে লাগানোটা সরকার বা দাতারা ইচ্ছা করলেই পারবেন না। রাষ্ট্র বা সমাজের নিজস্ব গতি পরিস্থিতির ওপর সেটা নির্ভরশীল। সরকার এটাকে সমন্বয় করতে পারে মাত্র। চালু করার ব্যবস্থা বিদ্যমান পরিস্থিতিতে করতে পারবে না। সুতরাং কর্মসূচী প্রণয়নের বেলায় সমাজের ভূমিকা বা স্বেচ্ছাশ্রমের সম্ভাবনাটাকে অতি মূল্যায়ন করলে অবশ্যই ভুল হবে। বরং আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার সম্পূরক বা পরিপূরক একটা ব্যবস্থা হিসাবেই এটাকে দাঁড় করাতে হবে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারের কাজে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ যে অগ্রগতির সূচনা করেছে তা অব্যাহতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং এ ব্যবস্থা কাজে লাগিয়ে সার্বজনীন সাক্ষরতা অর্জনের জন্য সরকারের দিক থেকে একটা সার্বিক প্রচেষ্টা থাকা দরকার। সরকারের সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম বা উপানুষ্ঠানিক অধিদপ্তর এ কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। আর এক্ষেত্রে অবদান রাখতে হলে ইনফেপকে অবশ্যই একটি উন্নয়ন সংগঠনের চরিত্র নিয়ে গড়ে উঠতে হবে।

অক্ষরের সাথে যে জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকার সম্পৃক্ততা কম সেই জনগোষ্ঠিকে সাক্ষরতা দেয়ার কর্মসূচী কিছুটা কঠিন কাজই। এজন্য উন্নয়নের সাথে সাক্ষরতাকে সম্পৃক্ত করার কাজটা খুবই জরুরী। সাক্ষরতা যদি উন্নয়নের সূচক হিসেবে বা বাহক হিসেবে জনগণের কাছে বিবেচিত না হয় তবে নিরক্ষরদেরকে অক্ষর গছানো তো কঠিনই হবে। সুতরাং সাক্ষরতার সাথে পরিবার উন্নয়ন, দক্ষতার উন্নয়ন এবং আয় রোজগারের উন্নয়নের ব্যবস্থাগুলোকে অবশ্যই সম্পৃক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় সরকার এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের বিপুল কর্মোদ্যোগের সুযোগ রয়ে গেছে। ইনফেপ বা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে অবশ্যই এক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে হবে এবং সরকারি বেসরকারি উদ্যোগকে সমন্বিত করে উন্নয়নের সাথে শিক্ষার সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে।